BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY

Editors :
Dr. Pankoj Kanti Sarkar
Dr. Arpita Tripathy

BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY

Editors:

Dr. Pankoj Kanti Sarkar; Dr. Arpita Tripathy

Editorial Board Members:

Dr. Gobinda Das, Mrs. Koyel Ghosh,

Mr. Saikat Chakrabarti

Publication of :

Principal
Debra Thana Sahid Khudiram
Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra,
Paschim Medinipur
Pin-721124 (W.B.)

The Banaras Mercantile Co.
Publishers—Booksellers
125,Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007
M:9433612507
Email: banarasmercantileco@gmail.com

BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY.

Proceedings of the ICPR sponsored Periodical Lecture and International Seminar, Organised by the Department of Sanskrit & Department of Philosophy, Dated-16th -17th February 2023.

Editor: Dr. Pankoj Kanti Sarkar

ISBN: 978-93-92072-58-1

Edition - 2023

Price: Rs. 590.00

Publication of:-

Principal
Debra Thana Sahid Khudiram
Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra,
Paschim Medinipur
Pin-721124(W.B.)

The Banaras Mercantile Co.
Publishers—Booksellers
125,Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007
M:9433612507
banarasmercantileco@gmail.com

Disclaimer: The views expressed in the papers are solely those of the authors and do not necessarily reflect the views of the editors or their affiliated institution and publishers.

Preface

In the culture of any society, there are values upon which its identity rests. Actions of social institutions and individuals focus upon them. They unite what is fragmented and universalize what is individual and temporary. Such values are called central or core values of a society. They determine the quality of a given society and its cultural specificity. Each new generation enters the heritage of previous generations and adds something new to it but in compliance with the values that have already been provided. Material products and behaviour are subject to constant change but values that are the basis for their formation remain and continue to stimulate new actions. From this concept college organized two days International Seminar on 16th-17th February, 2023. In the seminar we try to explore the core values embedded in Indian culture and how it remains creative and open to new challenges and alert to the signs of the times. In other words, how fidelity to roots helps us to create an organic synthesis of perennial values, confirmed so often in history, and the challenges of today's world.

Editors

Dr. Pankoj Kanti Sarkar
Dr. Arpita Tripathy
Dr. Gobinda Das
Mrs. Koyel Ghosh
Mr. Saikat Chakrabarti

Contents

Message	**VII-IX**
Preface	**IX**
List of Contributors	**XII-XVII**

1. **Environmental Ethics and the Heroines of Kalidāsa's Literature: A Lesson for the Contemporary Society**
   Dr. Arpita Tripathy 1-8
2. **Importance of Vidur Niti to Achieve a Good Life**
   Koyel Ghosh 9-15
3. **A Survey of the Interrelationship of Yoga and Āyurveda**
   Dr. Gobinda Das 16-26
4. **Environmental values in Indian culture**
   Dr. Pinki Das 27-42
5. **Moral implication of curses in Kālidāsa's works: A brief study**
   Dr. Pratim Bhattacharya 43-52
6. **Swadharma is an Action (Karma) in the Gitā**
   Dr. Krishna Paswan 53-60
7. **The Need for Value Based Education in Today's Rapidly Changing Social Scenario**
   Anima Roy 61-72
8. **Liberation and Ethical Life**
   Dipannita Datta 73-80

9. **Environmental values of some great Indian Rivers with special reference to Hindu Religious aspect and assessment of the pollution level of the Rivers with their Mythological Importance**
Partha Pratim Pramanik 81-90

10. **History, Culture and Heritage of former Manbhum to Purulia District: - A brief review**
Nabarupa Dutta 91-104

11. **Concoction of Politics with Ethics: A mare's nest or a Necessity?**
Dr. Mithun Banerjee 105-115

12. **Indian Philosophy of Values: Some Observation**
Dr. Pankoj Kanti Sarkar 116-129

13. **The Significance of the Vedic Philosophy and the Universality: An Estimate**
Dr. Amit Kumar Batabyal 130-138

14. **The Concept of *Svadharma* with the Special Reference to the *Gītā* and *Mahābhārata***
Dr. Gouranga Das 139-157

15. **Iqbal's Philosophy of Self and Human Destiny**
Osman Goni 158-164

16. **Animal Rights: Some Philosophical Thoughts**
Priyanka Hazra 165-169

17. **The Role of Ethics in Buddhist Philosophy**
Chiranjit Ray 170-177

18. **"The Poetry of Earth is Never Dead": Environmental Awareness and Quest for Deep Spiritual Ecology in the Select Poems of Mamang Dai**

Rik Sarkar 178-186

19. **The *Devadasi* System in India**

Ankita Paul 187-195

20. **Importance of Ethical Issues in E-learning**

Tuhin Singha 196-207

21. **The Concept of Marriage in Islam: A Critical Study**

Najmun Khatun 208-217

22. **The *Suśrutasaṁhitā*: It's Present-Day Relevance**

Beauty Ray Sarkar 218-234

23. **संस्कृतसाहित्ये धर्मस्य नीतेश्च वास्तविकस्वरूपम्**

अभिजित्-पण्डितः 235-245

24. **शाकुन्तले व्यवहारविचारः**

चन्दन महान्ती 246-253

25. **युधिष्ठिरविजयमहाकाव्ये समाजजीवनस्य शैक्षिकमूल्यम्**

ड. चन्दनमण्डलः 254-261

26. **शाकुन्तले भारतीयराजतन्त्रस्य मूल्यबोधः**

डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी 262-270

27. **भारतीयसंस्कृतौ उपनिषदसिद्धान्तः वर्तमानकाले च तस्य प्रासंगिकता**

डॉं श्यामल गोस्वामी 271-287

28. वर्तमानसमाजेनीतिशिक्षायाः प्रासङ्गिकता

डा. गगनचन्द्रदे 288-298

29. उच्चशिक्षायां संस्कृतपठनलेखनाधिगमे सङ्गणकसहकृतानुदेशनस्य मूल्यम्

मिलनमाजी 299-314

30. संस्कृत्याश्रयवाल्मीकिरामायणे लोकोपयोगिनी शिक्षा

सौमेन-चक्रवर्ती 315-321

31. शतपथब्राह्मणे पर्यावरणीयतत्वानि

संजय गोस्वामी 322-327

32. भर्तृहरिकृत-नीतिशतकग्रन्थस्य तत्त्वसिद्धान्तसमूहस्य विमर्शता

राजीव कुमार माइति 328-334

33. রাজা রামমোহন রায় ও বৈদান্তিক ঐতিহ্য

সৈকত চক্রবর্তী 335-343

34. ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অভিমত

ডঃ আলোক ভূঁঞ্যা 344-352

35. ভারতীয় দর্শনে ধর্ম এবং তার নৈতিক তাৎপর্য

ডঃ ডালিম শেখ 353-361

36. মূল্যবোধের অ-আ-ক-খঃ প্রসঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ডঃ ভরত মালাকার 362-376

37. পরিবেশের অবক্ষয় রোধে নৈতিকতার ভূমিকা

মিঠুন সরকার 377-385

38. সাধারাণ ধর্ম ও তার গুরুত্ব

মনসা বর্মণ 386-391

39. ভারতীয় আস্তিক দর্শনে মূল্যবোধ
লিপি বর্মন 392-399

40. বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষামূলক চিন্তা ও ধারণার প্রাসঙ্গিকতা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
নবকান্ত ভুঁইয়া 400-415

41. দর্শনের আঙিনায় আধ্যাত্মিকতার চর্চা
ডঃ প্রতিমা ঢালী 416-421

42. পরিবেশ ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা
সঞ্জিত কুমার মণ্ডল 422-434

43. বৈদিকসাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবেশগত মূল্যবোধ
ডঃ সোনালী মুখার্জী 435-449

44. রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় ভাবনা ও তার সামাজিক মূল্য
ডঃ টুসি ভট্টাচার্য্য 450-458

45. ঐতরেয়ব্রাহ্মণে কর্মকাণ্ডের অন্তরালে ভারতীয় জনজীবন ও তার অর্বাচীনত্ব
সুতপা মণ্ডল 459-474

46. শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও আত্মিক পরিপূর্ণতা: - একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা
আনন্দ পাহাড়ী 475-484

47. ধর্ম এবং উপাসনার উপায়
অমিতাভ পাহাড়ী 485-495

48. প্রেমের নেতিকতার আলোকে স্বপ্নবাসবদত্তম্
পিন্টূ বেরা 496-505

49. একবিংশ শতাব্দীতে আয়ুর্বেদের প্রাসঙ্গিকতা
ডাঁ. মানস প্রসূন ভট্টাচার্য্য 506-513
50. 'জলরক্ষা জীবনরক্ষা'; প্রসঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্য
সত্যেন্দ্র নাথ আদক 514-518
51. ভারতীয় সংস্কৃতিতে কালিদাসের নাটক গুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে রসের মূল্যবোধ
দেবদুলাল মান্না 519-525

ধর্ম এবং উপাসনার উপায়

অমিতাভ পাহাড়ী

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ধর্ম শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ধর্ম শব্দটি কখনো কোন একটি নিদিষ্ট অর্থে স্থিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ বিবর্তিত। বৈয়াকরণ পরিভাষায় ধৃ+মন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন ধর্ম শব্দ। ধৃ-ধাতুর বিভিন্ন অর্থ হয়-ধারন, অবলম্বন এবং পালন। মহাভারতকর বলেছেন- "তস্মাদ্ ধারণাৎ ধর্ম"-যা ধারন করে তাই ধর্ম। যেমন- অগ্নির ধর্ম, তার দাহিকা শক্তি, জালের ধর্ম শীতলতা। কোষ গ্রন্হ সমূহেও ধর্ম শব্দ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেখানে ধর্ম শব্দেটি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত। মেদিনীকোষের মতে ধর্ম শব্দের অর্থ ক্রতু, অহিংসা, যজ্ঞ প্রভৃতি। ঋগ্বেদে ধর্ম শব্দটি কখনো বিশেষণ, কখনো বা সংজ্ঞা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বেদে ধার্মিক বিধি, ধার্মিক সংস্কার প্রভৃতি অর্থে ধর্ম শব্দের ব্যবহার হয়েছে। "ইমমঞ্জস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মানগ্নিং বিদথস্য সাধনম্" (ঋক্.১০১২.২)। ধর্ম, ধার্মিক ক্রিয়াজনিত গুণবাচক অর্থেও প্রযুক্তি হয়েছে। ধর্মের এই গুনগুলি পরিবর্তী ভারতীয় সমাজের ভিত্তিরুপে পরিগনিত হয়- "ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্মচ"।

ঐতরেয় ব্রাহ্মনে ধর্মশব্দ সকল ধার্মিক ক্রিয়াকেই বোঝানো হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানাদিক্রিয়া বোঝাতে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এই ক্রিয়াসমূহ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্হ-সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার তৈত্তিরীয়োপনিষদে ধর্মশব্দ নিয়ম, আচার প্রভৃতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে- " সত্যং বদ ধর্মং চর"(তৈত্তি:উপ.২.২৩)।

গীতাতে ধর্মশব্দ জীবনাচরণ অর্থে প্রযুক্ত- "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্মো ভয়াবহ:"। স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্ম বলতে সদ্ গুণাবলীকে বোঝানো হয়েছে। মহর্ষি মনু তাই বলেছেন –

"ধৃতি: ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহ:।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষনম্"।।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সদাচার অর্থে ধর্ম শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন –

"শ্রুতি: স্মৃতি: সদাচার: স্বস্য চ প্রিয়মাত্মন:।
সম্যক সঙ্কল্পজ:কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্"।।

অনুশাসন পর্বে মহাভারতে অহিংসা পরম ধর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। "অহিংসা পরমো ধর্ম:" (মহা-অনুশাসন-১১৫.১)।

ধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে পুরানের বক্তব্য যেমন সুস্পষ্ট তেমনি সুনির্দিষ্ট। ভাগবত্ পুরানের মতে ধর্ম হল-

"বেদ প্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদবিপর্যয়:।
বেদো নারায়ণ: সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম:"।। (ভাগ.পু:৬.১.৪০)

আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে – "এতস্যেব অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"। ব্রহ্মই পরম ধর্ম যিনি চন্দ্রসূর্যকে বিধৃত করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

"তব নামলয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে।
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেমল গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে"।।

ধর্ম হল মহাশক্তি যা একদিকে যেমন প্রকৃতিকে নিয়মের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে, অপরদিকে তেমনি সমগ্র মানবসমাজকেও এক পরম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে রেখেছে। ধর্ম সকল বর্ণের সকল মানুষকে নিজ নিজ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে। এই মহাশক্তির শক্তিতেই ভারতবাসী শক্তিমান। তাই স্বামী

বিবেকানন্দ বলেছেন – "ধর্মই ভারতীয় সভ্যতার মেরুদন্ড"। মানুষের চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আচার ব্যবহার, নিয়ম কানুন সুচির কাল ধরে ধর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

ধর্মশাস্ত্রকার মানুষের সামান্য ধর্ম নিয়েও আলোচনা করেছেন। যে গুনগুলির দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে সেইগুলি হল মানুষের সামান্য ধর্ম সকল ধর্ম নির্বিশেষে মানুষমাত্রেই আচরনীয় ধর্মের উল্লেখ পাই মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ে-

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেই ব্রবীন্মনুঃ"।। (মনু .১০/৬৩)

ধর্মশাস্ত্রকার মনু অহিংসা, সত্য, যথার্থ ভাষণ, অস্তেয়, শৌচ , ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই পাঁচটিকে মনু বর্ণধর্ম নির্বিশেষে ধর্মের লক্ষণরূপে নির্দেশ করেছেন।

ধর্ম মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্যকে সুচারুভাবে প্রকাশ করেছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজজীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈদিক বিধিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে ধর্মশাস্ত্র। সাধারণ মনুষ্য সমাজের সামনে আদর্শ জীবনের রূপরেখা স্থাপন করাই হল ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম বেদ পরবর্তী যুগের পথপ্রদর্শক।ধর্ম হল মানুষের মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কপাটস্বরুপ।ধর্ম হল মানুষের জন্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় জীবন দর্শন। ধর্ম এমন একটি বিষয় যাকে অনুভব করতে হয়। ধর্ম হচ্ছে অদৃশ্য শক্তি সমূহের ওপর নির্ভরতার এক অনুভূতি যা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করে।

ভারতীয় জীবনে পূজা বা উপাসনা হল ধর্মের অঙ্গমাত্র, যা একটি পবিত্র পরিপূর্ণ জীবন বোধকে বোঝায়। উপাসনার কাজ স্বতন্ত্রভাবে, মনোনীত

নেতার দ্বারা সম্পাদিত। উপাসনা হল কোনো বস্তুকে দেখানো সম্মান। বিভিন্ন ধর্মে উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন। বৌদ্ধধর্মে উপাসনা হল ধ্যান। বৌদ্ধধর্মে অষ্টাঙ্গিক মার্গ যা মানুষকে শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

খ্রীষ্টধর্মে উপাসনা হল সম্মান ও ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা, হিন্দু ধর্মে উপাসনা হল আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতিতে উচ্চতর শক্তিকে আহ্বান। বিভিন্ন ধর্মে উপাসনা শ্রদ্ধা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। আধুনিক সমাজে উপাসনার মাধ্যমে আত্ম মূল্যায়ন এবং আত্ম সংরক্ষন জাগরিত হয়। জড়ত্ব অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে চেতনত্ব অবস্থা লাভই হল উপাসনার লক্ষ্য। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে-

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহিয়তে"।।

ঈশ্বর, মানুষ জীব, জগৎ, প্রকৃতি সব কিছুর নিয়ন্তা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, এক অদ্বিতীয়। উপাসনা নিত্যকর্মের অঙ্গ। ঈশ্বর হলেন ধর্মের মূল। বেদাদি সমস্ত ধর্মগ্রন্থ তারই মহিমা কীর্তন করে বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ।ভগবানের ধ্যান,সেবা ও পরিচর্যা যাকে পূজা বলা জায়,নাম গ্রহণ, তার স্মরন,মনন,এবং স্তব আদি পাঠ করার নামই উপাসনা।

ঈশ্বর হলেন সব কিছুর নিয়ন্তা। ঈশ্বরকে লাভ করতে পারলেই সত্য লাভ সম্ভব। মুক্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। উপাসনা হল ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ্ধতিতে উপাসনা করা হয়। উপাসনার সাকার এবং নিরাকার এই প্রকার ভেদ দেখা যায়। আকার বা রুপের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করাই সাকার উপাসনা। ঈশ্বরের কোন বিশেষ শক্তি বা গুন যদি কোন রূপ বা আকার ধারন করে তখন তাকে বলা হয় দেবতা। ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্ষমতাকে বলা হয় ব্রহ্মা এবং পালন শক্তিকে বলা হয় বিষ্ণু আর ধ্বংস

করে ভারসাম্য রক্ষা করার শক্তিকে বলা হয় শিব। বিশ্বজগতের সকল ক্ষমতা ও সৌন্দর্য ঈশ্বরের ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ।

ধর্মশাস্ত্র স্মৃতি নামে অভিহিত। ভারতীয় সনাতন শিক্ষা অনুসারে বিদ্যা দুই প্রকারের পরা ও অপরা বিদ্যা।পরা বিদ্যার আবার দুটি ধারা -শ্রুতি ও স্মৃতি।শ্রুতি হল বেদ।বেদ শিক্ষাকে স্মরনে রেখে শ্রুতি পরবর্তী যুগে স্মৃতি সাহিত্যের উৎপত্তি।স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র। ধর্ম শব্দ বিভিন্ন ভাবে বাখ্যা হলেও এর মুখ্য বিষয় পরম পুরুষার্থ লাভের পথ প্রশস্ত করা। যাগ্যবল্ক্য সংহিতায় ধর্মের ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে।এগুলি হল- বর্ণধর্ম ,আশ্রমধর্ম ,বর্নাশ্রমধর্ম ,গুনধর্ম ,নিমিত্তধর্ম, নৈমিত্তিকধর্ম,ভারতের অনুসরনীয় ধর্মবিধি ও পরিত্যাজ্য বিধি ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য সূচীর অন্যতম আচার পর্ব।ভারতীয়দের প্রাত্যহিক কর্তব্য ,দেশাচার ,লোকাচার ,বর্ণ ও আশ্রমধর্ম ,গর্ভাধান থেকে মৃত্যু অবধি সংস্কার ,বেদাধ্যায়নবিধি আচারপর্বের আলোচ্য বিষয়।

ব্যবহার পর্যায়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম আলোচিত হয়েছে। বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে ক্ষত্রিয় রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করে।প্রজাপালন ও রাষ্ট্ররক্ষণই রাজার পরমধর্ম।পরমাত্মাজ্ঞান লাভই ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা।নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্মধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে পরম পুরুষার্থ লাভ সম্ভব।বেদপরবর্তী যুগের মার্গ দর্শক-একথা মহর্ষি মনু ঘোষণা করেছেন-

" আচারঃ পরমধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ ।
তস্মাদস্মিন সদাযুক্ত নিত্যং স্যাদাত্মবান দ্বিজঃ "।।(মনু,১/১০৮)

সদাচার ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে সামাজিক মানুষকে সাফল্যে পৌঁছে দেবার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই স্মৃতিশাস্ত্র সমুহ রচিত।ধর্মশাস্ত্রের সাথে যুক্ত ধর্মসুত্র। এরা পরস্পর এক ও আভিন্ন।ধর্মশাস্ত্র

শ্লোক আকারে রচিত। শাস্ত্রের অন্যতম উৎস ধর্মসূত্র। ধর্মসূত্র সমূহ মূলতঃ গদ্যে ও সূত্রাকারে রচিত।কিন্তু ধর্মশাস্ত্র সমুহ পদ্যে রচিত, গৃহ্যসূত্রের সাথে ধর্মসূত্র নিবিড় ভাবে যুক্ত। ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র উভয়কেই অনুসরণ করেছে।প্রাচীন ধর্ম সূত্র সমুহে সূত্রকারগণ নিজেদের উপর কোন রকম অতিমানবীয় সত্তা আরোপ করেন নি।সমাজ নিজেদের বেদ ও শাখার আলোকে ধর্মসূত্র রচনা করেছেন।ধর্মসূত্রের উপস্থাপিত বিষয় অবিন্যস্ত।সে তুলনায় ধর্মশাস্ত্রের বিষয়বিন্যাস অনেক বেশী সুবিন্যস্ত ও সুসংহত।কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয় সাহিত্যই বিষয় ভাবনায় এক।ধর্ম সুত্রগুলিতে ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ,বিবাহ ,সম্পত্তির অধিকার ,রাজধর্ম ,প্রভৃতি বিষয় সমূহ আলোচিত হয়েছে।ধর্মশাস্ত্রের বিষয় অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও উল্লিখিত হয়েছে।রামায়ন,মহাভারত,এই দুই মহাকাব্যে ধর্মের বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হয়েছে।আচার,দায়ভাগ,প্রায়শ্চিত্ত,রাজনীতি প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।রামায়নে স্ত্রীধর্ম ,রাজধর্ম,প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় পুরান সাহিত্যের অবদান অতুলনীয়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিদ্যা ও ধর্মের উৎস রুপে পুরানের উল্লেখ করা হয়েছে। মনুষ্য জীবন এক চলমান প্রবাহ। নদীখাতের পরিবর্তনের ন্যায় মনুষ্য জীবনও পরিবর্তনের পথ ধরেই প্রবাহিত হয়।আর এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ধর্মশাস্ত্রও যুগে যুগে রচিত হয়েছিল।যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কুড়িজন ধর্ম শাস্ত্রকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে।তারা হলেন মনু ,অত্রি,হারিত,উশনা, অঙ্গিরা,যম ,সংবর্ত, কাত্যায়ন,বৃহস্পতি শঙ্খ, লিখিত ,দক্ষ ,গৌতম ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি । ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রে পুরানের ভুমিকা গুরত্বপূর্ণ।তাই বলা হয়েছে- " পুরানং বেদসম্মতম"।বেদ পরবর্তী যুগে একদিকে যখন ভারতবর্ষ শক,হুন, যবন জাতির আক্রমনে বিধস্ত তেমনি ধর্মের প্রবল প্রবাহে কম্পিত।সেই মুহূর্তে

পুরান সাহিত্য ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল।বৈদিক বিধিনিষেধের কঠোরতাকে অপেক্ষাকৃত শিথিল করে পুরান সাহিত্যই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল।একদিকে ধর্মের সহজ-সরল ব্যাখ্যা করে ,অন্যদিকে বিবিধ সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়ে পুরাণই তখন প্রকৃত ধর্মশাস্ত্রের স্থান অধিকার করে।তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শ দিয়ে বলেছে –"অল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্মাঃ সিধ্যন্তি বৈ কলৌ"।(বিষ্ণু.৬.২.২৪)
আচার,বর্নাশ্রমধর্ম ,পাতক-মহাপাতক-উপপাতক ,রাজধর্ম- ধর্মশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় পুরাণ সমূহে আলোচিত হয়েছে।পুরান সাহিত্যের অনেকাংসেই ধর্মের কথা আলোচিত হয়েছে।বৈদিক অনুশাসানে সমাজকে শাসিত করার লক্ষে ধর্মশাস্ত্র সমূহ রচিত ।

মনুষ্যসমাজ কর্তব্য আশ্রিত-'জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে কল্যানপুতকর্মে'।যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আচার অধ্যায়ের ছত্রে ছত্রে এই কর্তব্যের উপদেশই প্রদত্ত হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্রসমূহ সমকালীন সমাজের দর্পণ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। ধর্মশাস্ত্র সমূহ ইতিহাসের উপাদান সরবরাহ করে।প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।আধুনিক ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।আধুনিক ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গনতন্ত্র।জনগনের প্রতিনিধি হিসেবে লোকসভা ও রাজ্যসভা আইন ,শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা। রাজদণ্ডের স্থানে রয়েছে সংবিধান।আইন প্রনয়নে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উপদেশ ও পরামর্শ ভারতীয় সংবিধানে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার ,নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি, বিধবার অধিকার মাতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়েও ভারতীয় সংবিধানে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের সিধান্ত শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হয়েছে।তাই বলা হয়েছে-

" আগমোহভ্যধিকো ভোগাদ বিনা পূর্বক্রমাৎ।
আগমেহপি বলং নৈব ভুক্তিঃ স্তোকাপি যত্র নো ।।"

বিবাদে সাক্ষী ,ঋণাদানে প্রতিভু-অতিতের মতো বর্তমানেও স্বীকৃত।অবিভক্ত পরিবারে গৃহীত ঋণের পরিশোধে ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারগণও সমান দায়বদ্ধ।এবিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের বিধানের সাথে ভারতীয় আইনের কোনই পার্থক্য নেই-

" পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽপি বা
পুত্রপৌত্রৈঃ ঋনং দেয়ং নিহ্নবে সাক্ষী ভাবিতুম্।।"

ধর্মশাস্ত্রের একটি বিশেষ অংশ হল নীতিশাস্ত্র।নীতিবোধকং শাস্ত্রম্=নীতিশাস্ত্রম্। অনুশাসনের দ্বারা সৎপথে চালিত করাই নীতি। যে শাস্ত্র মানুষকে যথাযথ অনুশাসনের মধ্যে সৎ ও উজ্জ্বল জীবনাচরণের সন্ধান দেয় তাই নীতিশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র যেমন ধর্ম- অর্থ- কাম- এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থ বিধায়ক, তেমনই নীতিশাস্ত্র ও এই ত্রিবর্গকেই লক্ষ্য করে।সামাজিক মানুষের অবক্ষয় এই ত্রিবর্গকে কেন্দ্র করেই সূচিত হয়। অধর্ম ,অনর্থ, ও কামনার তিব্রতা যাতে সামাজিক মানুষকে গ্রাস করতে না পারে ,সেজন্যই নীতি শাস্ত্রের আবশ্যকতা অনর্থ ও কামনার তিব্রতার কারনে মানুষ জাতে ধর্মপথ,ন্যয়পথ থেকে বিচ্যুত না হয়,তাই সদুপদেশের দ্বারা সুনিশ্চিত করে নীতিশাস্ত্র।

অন্যায়, অধর্মকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে শাসন বা দণ্ডের প্রয়জন রয়েছে।তাই মনু বলেছেন-"দণ্ডস্য হি ভয়াত্ সর্বং জগত্ ভোগায় কল্প্যতে "।ফলে অনিবার্য কারনে রাজনীতি বা দণ্ডনীতিও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে

এসেছে।বৃহস্পতি ও উশনা প্রবর্তিত নীতিশাস্ত্রই সামাজিক জনজীবনকে ধারণ করে।মহাভাত ও পুরাণ নীতিশাস্ত্রের উৎস।সাধারণ মনুষ্য জীবনকে সার্বিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করাই এই শাস্ত্রের লক্ষ্য।তাই বলা যায় সুত্রসাহিত্যের পূর্বেও ধর্মশাস্ত্র নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল।

মানুষ জন্মে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে যতদিন বেঁচে থাকে ,ততদিন না হলেও অন্তত জীবনের কিছু সময় তারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে খুশী করার উদ্দেশ্য ও জাগতিক ও পরজাগতিক কল্যানের লক্ষ্যে তার উপাসনায় লিপ্ত থেকেছে। যারা স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করেন ধর্মের গুরুত্ব। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস একদিকে যেমন জাগতিক কল্যান বয়ে এনেছে ,অন্যদিকে তেমন ধর্ম-বিশ্বাস ও উপাসনার ভিন্নতার জন্য ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে অকল্যান হয়েছে।মানব জাতির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানুষ কে জীবনযাপনের নিয়ম হিসাবে এগুলকে মেনে চলতে হয়।যাতে করে স্রষ্টার নিয়ম বা নির্দেশনা মানার সাথে সাথে জাগতিক কল্যানের উদ্দেশ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

ধর্মের বিধিসমূহ মানব কল্যান করে চলেছে।ধর্মীয় কিছু বিধি বা নির্দেশনায় নির্দিষ্ট কিছু উপাসনার কথা বলা হয়েছে যা স্রষ্টাকে আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁকে খুশী করার জন্য তা পালন করতে হয় ,যেটি স্রষ্টার সাথে মানব জাতির আত্মিক যোগাযোগ ও তার প্রতি বিশ্বাস রক্ষায় অতি প্রয়োজনীয়।

স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিছক উপাসনা জাগতিক কল্যানের সাথে সরাসরি জড়িত না হলেও তা অবশ্যই পালনীয়।এখানে স্রষ্টা যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে সে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো এবং স্রষ্টার করুণা বা দয়া লাভ করা যার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহলে দেখা যায় ধর্মীয় বিধি বিধানগুলোর কিছু বিধি বা নিয়ম আছে যা মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে কাজ করেছে, স্রষ্টার নির্দেশিত নিয়ন্ত্রিত আচরণে একদিকে মানুষ যেমন জাগতিক কল্যান লাভ

করেছে,তেমনি স্রষ্টার নির্দিষ্ট উপাসনার মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টায় আত্মিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। জীবনযাপনের উপায় হিসাবে বিধি বিধান, মানব সমাজের আচরণ ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করে বর্তমান স্তরে উন্নিত করেছে ।উপাসনার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। উপাসনার ভিন্নতা ও ভিন্ন পদ্ধতির জন্য ধর্ম মানুষকে যেমন এক ধর্মের মানুষ থেকে অন্য ধর্মের মানুষকে পৃথক করে রেখেছে ,তেমনি ধর্মে ধর্মে আস্থাহীনতা তৈরি করেছে।

ধর্মের কাছ থেকে মানব সমাজ যা পেয়েছে তাতে সমাজের আস্তিত্ব আজও টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায় মনুষ্য সমাজ যদি ধর্ম ও উপাসনার মাধ্যমে জীবনযাপন করে তাহলে ,পৃথিবীটা আরও বেশী সুন্দর ও সকলের জন্য কল্যাঙ্কর হবে।

সংহিতাশাস্ত্রের প্রাডবিবাক্ বর্তমানের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।তাকে সাহায্য করার জন্য যে তের জন বিচারপতির দল গঠিত তাও স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানে কল্পিত-

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ।।"

উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায় ও পরম শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। উপাসনা হল বিভিন্ন উপায়ে ভগবানের ধ্যান,সেবা, স্মরণ, মনন, পরিচর্যা এবং স্তব পাঠ। তত্ত্বজ্ঞান লাভই হল উপসনার লক্ষ্য। সর্বব্যপী ঈশ্বরের-পরিক্রমনকে মনন করে প্রার্থনা করা, নিত্যজ্ঞানময় বেদ ও ঈশ্বরের সাধনা হল উপাসনা। ঈশ্বরের গুন কর্ম স্বভাবের ন্যায় নিজ গুন কর্ম স্বভাব পবিত্র করা এবং ঈশ্বর জ্ঞান সহকারে যোগাভ্যাস দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করার নাম উপাসনা। এর ফল জ্ঞানোন্নতি। তাই গীতায় বলা হয়েছে-

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যহরন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহং স যাতি পরমাং গতিম্"।। গীতা- ৮/১৩)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) ভ.অমিত ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতের ধর্ম চর্চা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা,২০০৫।

২) P.V.Kane, History of dharmashastra (Vol.1), 1930।

৩) ভ. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা ২০১২।

৪) ভ. জয়কৃষ্ণ মিশ্র, ধর্মশাস্ত্রস্য ইতিহাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী ১৯৬৫।

৫) Gharpure, J.R. Teaching of Dharmasastra, Lucknow University, 1956.

৬) স্বামী তেজোময়ানন্দ, Dharmasastra, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা, ২০০৩।

৭) ঝাঁ গঙ্গানাথ, মনুস্মৃতি, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারানসী, ১৯৭০।

৮) Dr. swain B.k, Dharmasastra, চৌখাম্বা সংস্কৃত-ভবন, বারানসী,১৯৭০।

৯) ভ.কানে পী. বী, ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস, হিন্দি সংস্থান, দিল্লী,২০০১।

১০) স্বামী হর্ষনন্দ, Dharmasastra, Exotic India, 2000।

Publication of :

Principiapl
Debra Thana Sahid
Khudiram Smriti
Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra
Paschim Medinipur
Pin-721124 (W.B.)

The Banaras Mercantile Co.
Publishers-Booksellers
125, Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700 007
Mob: 9433612507
E-mail : banarasmercantileco@gmail.com

ISBN 93-92072-58-9